

সূরা ১০৭ : মাউ'ন, মাক্কী (আয়াত ৭, রুকু ১)	১০৭ - سورة الماعون، مَكِّيَّة (آيَاتُهَا : ٧، رُكُوعَاتُهَا : ١)
---	---

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
(১) তুমি কি দেখেছ তাকে, যে কর্মফলকে মিথ্যা বলে থাকে?	١. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ
(২) সে তো সেই, যে পিতৃহীনকে রুচভাবে তাড়িয়ে দেয়,	٢. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ
(৩) এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ প্রদান করেনা,	٣. وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ
(৪) সুতরাং পরিতাপ সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য -	٤. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ
(৫) যারা তাদের সালাতে অমনোযোগী,	٥. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
(৬) যারা লোক দেখানোর জন্য ওটা করে।	٦. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ

(৭) এবং গৃহস্থালীর  
প্রয়োজনীয় ছোট খাট সাহায্য  
দানে বিরত থাকে।

۷. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :  
أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدِينِ হে মুহাম্মাদ! তুমি কি ঐ লোকটিকে দেখেছ যে  
কর্মফল দিবসকে অবিশ্বাস করে? সেতো ঐ ব্যক্তি : الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ  
যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে  
উৎসাহ প্রদান করেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ

না, কখনই নয়। বস্তুতঃ তোমরা পিতৃহীনদের সম্মান করা এবং  
তোমরা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে পরস্পরকে উৎসাহিত করনা। (সূরা  
ফাজর, ৮৯ : ১৭-১৮) অর্থাৎ ঐ ভিক্ষুক যার প্রয়োজন মিটানোর জন্য যা  
দরকার তার কোন কিছুই নেই।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَنْ  
سُورَاتِهِمْ سَاهُونَ সুতরাং দুর্ভোগ ঐ সালাত আদায়কারীদের যারা নিজেদের  
সালাত সম্বন্ধে উদাসীন। অর্থাৎ সর্বনাশ রয়েছে ঐসব মুনাফিকের জন্য যারা  
লোক দেখানো সালাত আদায় করে, কিন্তু মনোনিবেশ সহকারে সালাত  
আদায় করেনা। অর্থাৎ লোক দেখানোই তাদের সালাত আদায়ের প্রকৃত  
উদ্দেশ্য। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ অর্থই করেছেন। (২৪/৬৩২) তিনি এ  
অর্থও করেছেন যে, নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় না করে তারা ওয়াক্ত পার  
করে শেষ সময়ে সালাত আদায় করে। মাসরুক (রহঃ) এবং আবুয্ যুহা  
(রহঃ) এ কথা বলেছেন। (তাবারী ২৪/৬৩১)

‘আতা ইব্ন দীনার (রহঃ) বলেন : আল্লাহর শুকরিয়া যে, তিনি عَنْ  
فِي صَلَاتِهِمْ বলেছেন, (কুরতুবী ২০/২১২) অর্থাৎ

اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ  
তারা সালাতের ব্যাপারে উদাসীন থাকে, সালাতের মধ্যে গাফিল বা উদাসীন থাকে এরূপ কথা বলেননি।

আবার এ শব্দেই এ অর্থও রয়েছে যে, এমন সালাত আদায়কারীদের জন্যও সর্বনাশ রয়েছে যারা সব সময় শেষ ওয়াক্তে সালাত আদায় করে। অথবা আরকান আহকাম আদায়ের ব্যাপারে মনোযোগ দেয়না, আযাতের অর্থের দিকেও খেয়াল করেনা অথবা রুকু-সাজদাহর ব্যাপারে উদাসীনতার পরিচয় দেয়। এসব কিছু যার মধ্যে রয়েছে সে নিঃসন্দেহে দুর্ভাগা। যার মধ্যে এসব অন্যায় যত বেশী রয়েছে সে তত বেশী সর্বনাশের মধ্যে পতিত হয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘ওটা মুনাফিকের সালাত, ওটা মুনাফিকের সালাত, ওটা মুনাফিকের সালাত, যে সূর্যের প্রতীক্ষায় বসে থাকে, সূর্য যতক্ষণ না শাইতানের দুই শিংয়ের মাঝে পৌঁছে। তখন সে দাঁড়িয়ে চারটি ঠোকর মারে। তাতে সে আল্লাহর স্মরণ খুব কমই করে।’ (ফাতহুল বারী ৬/৩৮৬, মুসলিম ১/৪৩৪) এখানে আসরের সালাতকে বুঝানো হয়েছে। এ সালাতকে ‘সালাতুল উসতা’ বা মধ্যবর্তী সালাত বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লিখিত ব্যক্তি মাকরুহ সময়ে উঠে দাঁড়ায় এবং কাকের মত ঠোকর দেয়। তাতে আরকান, আহকাম, রুকু, সাজদাহ ইত্যাদি যথাযথভাবে পালন করা হয়না এবং আল্লাহর স্মরণও খুব কম থাকে। সে সালাতে শুধু এ জন্যই দাঁড়ায় যে লোকেরা তাকে সালাত আদায়কারী বলবে, তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রাজি খুশির আশা খুব কমই থাকে। এর অর্থ হল, সে যেন সালাতই আদায় করলনা। লোক দেখানো সালাত আদায় করা না করা একই কথা। ঐ মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خٰدِعُهُمْ وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ  
قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে এবং তিনিও তাদেরকে ঐ প্রতারণা প্রত্যাপর্ণ করছেন; এবং যখন তারা সালাতের জন্য দন্ডায়মান হয়

তখন লোকদেরকে দেখানোর জন্য আলস্যভরে দন্ডায়মান হয়ে থাকে এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে থাকে। (সূরা নিসা, ৪ : ১৪২)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন **الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ** ইমাম আহমাদ (রহঃ) আমর ইব্ন মুররাহ (রহঃ) থেকে বলেন যে, তিনি বলেছেন : আমরা একদা আবু উবাইদার (রহঃ) সাথে উপবিষ্ট ছিলাম, যখন লোকেরা তার সাথে লোক দেখানো আমল করার ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন। আবু ইয়াজিদ (রহঃ) নামের এক ব্যক্তি বললেন : আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আমরকে (রাঃ) বলতে শুনেছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি চায় যে, সে যা আমল করেছে মানুষ তা শুনুক, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, যিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত আছেন, তিনি তা শুনতে পান এবং ঐ ব্যক্তিকে অপদস্থ করেন ও হেয় করেন। (আহমাদ ২/২১২)

কিন্তু যারা শুধু আল্লাহর উদ্দেশেই উত্তম কাজ করে, কিন্তু লোকেরা তা জেনে যায় এবং আমলকারীও যদি তা জেনে খুশি হয় তাহলে ঐ আমলকে লোক দেখানো আমল বলে গণ্য করা যাবেনা।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ** অর্থাৎ তারা আল্লাহর খুশির জন্য ইবাদাত করেনা এবং তাঁর সৃষ্টির সাথেও ভাল ব্যবহার করেনা। তারা ছোট খাট জিনিস অপরকে ধার দেয়না, যা থেকে তারা উপকার লাভ করতে পারে, যদিও ঐ সমস্ত জিনিস যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়ই ফেরত দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঐ সমস্ত লোকেরা যাকাত প্রদান কিংবা দান সাদাকাহ করার ব্যাপারেও অত্যন্ত কৃপণ। অথচ এ সমস্ত কাজের মাধ্যমে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হতে পারত। আল মাসুদী (রহঃ) সালামাহ ইব্ন খুহাইল (রহঃ) থেকে, তিনি আবু উবাইদিন (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) 'আল মাউন' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : উহা হল সাধারণ ব্যবহার্য জিনিস যা একজন অন্যজনকে দিয়ে থাকে। যেমন কুঠার, পাতিল, বালতি এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিস। (তাবারী ২৪/৬৩৯)